

খনার বচন

# ভূমিকা

খনা কে ছিলেন, তিনি সিংহলের রাজকন্যা, মিহিরের পত্নী ও বরাহের পুত্রবধূ ইত্যাদি প্রচলিত এবং কল্পিত সকল তথ্যের সঙ্গে খনার বচনের যে বক্তব্য তার কোন যোগসূত্র আছে বলে মনে হয় না। খনার নামে প্রধানতঃ দুই প্রকারের ছড়া ও কবিতা সমাজে বহুকাল ধরে চলে আসছে। প্রথম প্রকারের ছড়াগুলির বিষয় চাষবাস ও চাষবাস নির্ভর গ্রাম্য সমাজের প্রয়োজনীয় জলবায়ুর সম্বন্ধে পূর্বাভাস করার বিভিন্ন লক্ষণের আলোচনা। এগুলি সমাজের সাধারণ মানুষের সৃষ্ট ফোক লোর। খনার মত কেউ এগুলিকে এডিট ও সঙ্কলন করে থাকতে পারেন। আবার মুখে মুখে চলে আসার সম্ভাবনাও প্রবল। দ্বিতীয় ধরনের কবিতাগুলি সংস্কৃত জ্যোতিষ গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করা গ্রহ নক্ষত্র, লগ্ন ইত্যাদি ও শারীরিক লক্ষণের ভিত্তিতে জাতক জাতিকার ভবিষ্যৎ গণনার সূত্রাবলী। এগুলির কয়েকটি দেওয়া হল, যাতে শিক্ষিত ব্যক্তির এই সূত্রগুলি যে কার্যকরী নয় তা অনুধাবন করতে পারেন।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত “খনার বচন” বইটিতে সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় বলে শুধু প্রথম প্রকারের ছড়াগুলি, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করা হল। যতদূর সম্ভব শুদ্ধ বা যুক্তিযুক্ত পাঠ এবং সেগুলির সরলার্থ দেওয়া হল। অনেকগুলি গ্রন্থ থেকে চয়ন করে, সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য রূপটি প্রকাশ করা হয়েছে। অহেতুক নাগরিকীকরণ, ছড়া কে কবিতা বানানোর প্রচেষ্টা, এবং এক ছড়ার অংশ অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত করার ঘটনাগুলিকে চিহ্নিত করে মোটামুটি একটা গ্রহণযোগ্য রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অর্থ করার সময়, যথেষ্ট যত্ন নিয়ে আকরগ্রন্থের সহায়তা নিয়ে একালে অপ্রচলিত শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে ত্রুটি বা বিচারের ভুল থাকলে তা আমাদের জানান। শুদ্ধ করতে পারলে সকলের মঙ্গল।

সম্পাদক বঙ্গদর্শন

bangodarshan@gmail.com

# খনার বচন

বলদ থাকতে করে না চাষ, তার দুঃখ বারমাস।  
থাকতে বলদ না ধরে হাল, তার দুঃখ চিরকাল।

যার বলদ থাকতেও উদ্যোগ নাই, সে সারাজীবন দুঃখ পায়।

পূর্ণিমা অমায় যে ধরে হাল।  
তার দুঃখ হয় চিরকাল॥  
তার বলদের হয় বাত।  
ঘরে তার জোটে না ভাত।

পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় লাঙল চালান বারণ।

আঁধার পরে চাঁদের কলা।  
কতক কাল কতক ধলা॥  
উত্তরে উঁচু দক্ষিণে কাত।  
ধরায় ধারায় ধানের বাত॥  
চাল ধান দুইই সস্তা।  
মিষ্টি হবে লোকের কথা॥

অমাবস্যার পরে দ্বিতীয়ার চাঁদ উত্তর দিকে উঁচু ও দক্ষিণ নীচু হলে ধান চাষের উপযুক্ত বৃষ্টিপাত হয়।

শ্রাবণে পূরো ভাদ্রে বার, এর মধ্যে যত পার।

পূরো শ্রাবণ মাস ও ভাদ্র মাসের বার দিন পর্যন্ত ধান রোয়ার উপযুক্ত সময়।

বাঁধ আগে আলি।  
তার পরে রোও শালি॥

শালি ধানের চাষে আল ভাল করে বাঁধতে হবে। জল ধরে রাখতে না পারলে ফলন হবে না।

বাড়ীর কাছে ধান গা।  
মার কাছে যেন ছা॥

বাড়ীর কাছে ধান চাষ করলে মায়ের কাছে সন্তানের মত সুরক্ষিত থাকে।

কার্তিকের উনো জলে।  
দুনো ধান খনা বলে॥

কার্তিক মাস অল্প বৃষ্টি ধানের ফলনের পক্ষে ভাল।

অঘ্রাণে পাউটি, পৌষে ছেউটি।  
মাঘে ন্যাড়া, ফাল্গুনে ফাঁরা॥

ধানের জমিতে অঘ্রাণ মাসে মাটি নরম থাকায় পাউটি বা পায়ের দাগ দেখা যায়। পৌষে ধান কাটার পর খড়কুটো ছড়িয়ে থাকে। মাঘে খড়কুটো উড়ে গিয়ে শুধু ধানের গোড়া বা ন্যাড়া দেখা যায়। ফাল্গুনে জমির মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

মানুষ মরে যাতে।  
গাছলা সারে তাতে॥  
পচলা সরায় গাছলা সারে।  
গোঁধলা দিয়ে মানুষ মরে॥

পচা গোবর ইত্যাদি মানুষের অসুখের কারণ হলেও গাছ গাছড়ার পক্ষে উপকারী খাদ্য। গাছপালা দূষিত পদার্থ খেয়ে মানুষকে রক্ষা করে।

শোন রে মালী বলি তোরে।  
কলম রো শ্রাবণের ধারে॥

কলমের গাছ বর্ষায় পুঁতলে গাছ লাগার এবং বড় হওয়া সহজেই সম্ভব।

চিনিস বা না চিনিস।  
খুঁজে দেখে গরু কিনিস॥

গরু কেনার সময় খুব ভাল করে জাত এবং স্বাস্থ্য দেখে কিনতে হবে।

ষোল চাষে মুলো, তার আধা তুলো।

তার আধা ধান, বিনা চাষে পান॥

মূলা চাষে ষোল, তুলা চাষে আট, ধান চাষে চার বার লাঙল দিতে হয়। পান চাষে কোন লাঙল দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

কোল পাতলা ডাগর গুছি, লক্ষ্মী বলেন সেথায় আছি।

মোটা মোটা গুছি দিয়ে ফাঁকা ফাঁকা করে ধান রুইলে ধানের ফলন বেশী হয়।

এক অঘ্রাণে ধান।

তিন শ্রাবণে পান।

ডেকে ডেকে খনা গান।

রোদে ধান, ছায়ায় পান॥

ধান বর্ষায় রোয়া হলে হেমন্তে ফসল পাওয়া যায়, পান বর্ষায় চাষ করলে তিন বছর পরে পরিণত হয়। রোদ্রযুক্ত জমিতে ধান, ছায়ায় পান চাষ করতে হয়।

পান পুঁতলে শ্রাবণে, খেয়ে না ফুরোয় রাবণে।

শ্রাবণ মাসে পান চাষ করলে প্রচুর ফলন হয়।

কোদালে কুডুলে মেঘের গায়,

মন্দ মন্দ বায়ু বায়।

তোর শ্বশুরকে বাঁধতে বলগে আল

আজ না হয় তো হবে কাল।

কোদালে, কুডুলে মেঘ (খণ্ড খণ্ড অসমান মাপের মেঘ) অদূর ভবিষ্যতে বৃষ্টি হওয়ার পূর্বলক্ষণ।

কাছে শোভা দূরে জল।

দূরে শোভা কাছে জল॥

পাঠান্তর:

দূর সভা নিকট জল।  
নিকট সভা রসাতল ॥

চাঁদের শোভা বা জ্যোতিবলয় ছোট বা কাছে হলে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। শোভা বা জ্যোতিবলয়ের মাপ বড় হলে বৃষ্টি দু চার দিনের মধ্যে হবার সম্ভাবনা।

পৌষে গরমী বৈশাখে জাড়া।  
প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া ॥  
খনা বলে শুন হে স্বামী।  
শ্রাবণ ভাদর নেইকো পানি ॥  
দিনে জল রাতে তারা  
এই জানবে শুখোর ধারা।

পৌষ মাসে গরম থাকলে এবং বৈশাখ মাস পর্যন্ত গরম না পড়লে বর্ষার উপর প্রভাব পড়ে। আষাঢ়ের প্রথমেই প্রচুর বৃষ্টি হয়, তার পর শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বৃষ্টি হয় না। ফলে ধান চাষের ক্ষতি হয়। দিনে বৃষ্টি আর রাত্রে পরিষ্কার আকাশ শুখো বা খরা অর্থাৎ অনাবৃষ্টির বা অল্পবৃষ্টির লক্ষণ।

পূর্বেতে উঠিলে কাঁড়।  
ডাঙা ডোবা একাকার ॥

পূর্বদিকের আকাশে মেঘের সঞ্চারণ হলে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা।

চাঁদের শোভার মধ্যে তারা।  
বরষে বারি মুষলধারা ॥

চাঁদের শোভা বা জ্যোতিবলয়ের মধ্যে তারা থাকলে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা।

চৈত্রেতে থর থর।  
বৈশাখে ঝর পাথর ॥  
জৈষ্ঠেতে তারা ফুটে।

তবে জানবে বর্ষা ঘটে॥

চৈত্র মাসে অধিক শীত থাকলে, তার পর বৈশাখ মাসে শিলাবৃষ্টি হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টিপাত না হলে ভাল বর্ষা হওয়ার সম্ভাবনা।

যদি বর্ষে আঘনে  
রাজা যায় মাগনে।

অশ্রাণ মাসে বৃষ্টি শস্য নাশ করে, এই কারণে সকলের দুঃখের কারণ।

আষাঢ়ে অগ্নি কোণে বায়  
হেলে বেচে চাষী খায়।

আষাঢ় মাসে অগ্নি কোণের দিক থেকে বাতাস বইলে খরা হয়। চাষী বলদ বিক্রী করে সংসার চালাতে বাধ্য হয়।

যদি বর্ষে মাঘের শেষ  
ধন্য রাজা পুণ্য দেশ।

পাঠান্তর:

মাঘ মাসে বর্ষে দেবা।  
রাজা ছাড়ে প্রজার সেবা॥

মাঘের শেষে বৃষ্টি হলে পরবর্তী মাসগুলিতে ফলন ভাল হয়।

পূর্ণ আষাঢ়ে দক্ষিণা বয়।  
সেই বৎসর বন্যা হয়॥

আষাঢ়ের মধ্যভাগ পর্যন্ত যদি দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস বয়, তবে সে বৎসর বন্যার আশঙ্কা থাকে

বামুন বাদল বান।  
দক্ষিণা পেলেই যান॥

ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পেলেই কাজ করে। মেঘ দক্ষিণা বাতাসের সংস্পর্শে বৃষ্টিপাত করে। বর্ষাকালে  
একটানা দক্ষিণা বাতাস বন্যার পূর্বলক্ষণ।

আমে ধান, তেঁতুলে বান।

আমের ফলন ভাল হলে পর্যাণ্ড বৃষ্টির ফলে ধানের ফলন ভাল হয়। তেঁতুলের ফলন ভাল হলে,  
অতিবৃষ্টির আশঙ্কা থাকে।

সিংহ মীন বর্জে।

কলা হবে রাজ্যের॥

ভাদ্র ও চৈত্র মাস বাদ দিয়ে অন্য যে কোন মাসে কলা চাষ করলে প্রচুর ফলন হয়।

ডাক দিয়ে বলে রাবণ।

কলা না লাগাও আষাঢ় শ্রাবণ॥

তিনশ ঘাঠ ঝাড় কলা রুয়ে।

থাক গেরস্ত ঘরে শুয়ে॥

লাগিয়ে কলা কেটো না পাত।

তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কলা গাছ লাগালে গাছ ও ফল দুটোই ভাল হয় না। তিন চারশো কলা গাছ  
ঠিকমত চাষ করতে পারলে গৃহস্থের ভাত কাপড়ের অভাব মিটে যাবে।

ভাদ্র মাসে রুয়ে কলা।

সবংশে মলো রাবণ শালা॥

ভাদ্র মাসে কলার চাষ করলে ফল পাওয়া যায় না। সবটাই ক্ষতি হয়।

যদি পোঁত ফাল্গুনে কলা।

কলা হবে মাস ফসলা॥

ফাল্গুন মাসে কলাগাছ বসালে প্রতি মাসেই কলা ফলে।

কলার চাষ কর খেটে।

ফাল্গুনে ঐটে পোঁত কেটে॥  
বেড়ে যাবে ঝাড় কে ঝাড়।  
কলা বইতে ভাঙবে ঘাড়॥

ফাল্গুন মাসে কলার তেউড় কেটে ভাল করে পুঁতলে নতুন গাছ তাড়াতাড়ি বাড়বে আবার পুরাতন  
ঝাড়ও বেড়ে উঠবে। প্রচুর ফলন হবে।

সাত হাত তিন বিঘতে, কলা লাগাবে মায়ে পোতে।  
লাগিয়ে কলা না কাট পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥

কলা গাছের চারা সাত হাত অন্তর তিন বিঘত বা দেড় হাত গর্ত করে পুঁততে হবে। বড় হোক বা ছোট  
হোক সাত হাত অন্তরই গাছ পুঁততে হবে। পাতা না কাটলে ফলন খুব ভাল হবে।

পাঠান্তর:

নলেকান্তর গজেক বাই।  
কলা রুয়ে খেয়ো ভাই॥  
লাগিয়ে কলা না কাট পাত।  
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥

এক নল (নয় হাত দৈর্ঘ্য, আট হাত প্রস্থ যুক্ত ক্ষেত্রকে নল বলে) অন্তর দুই হাত (গজেক) গর্ত (বাই)  
করে কলার চারা পুঁততে হবে। বাঙালীরা এক নল সমান আট হাত এই মাপ মেনে চলে।

চৈত্রে কুয়ো ভাদ্রে বান,  
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।

চৈত্র মাসে কুয়াশা হলে ভাদ্র মাসে বান হয়, এবং সে বছর প্রচুর লোকক্ষয় হয়।

শনির সাত, মঙ্গলের তিন।  
আর সব দিন দিন॥

বৃষ্টি শনিবারে আরম্ভ হলে সাত দিন চলে, মঙ্গলবারে আরম্ভ হলে তিন দিন চলে, আর বাকী  
দিনগুলিতে আরম্ভ হলে সেই দিনই শেষ হয়।

পশ্চিমে ধনু নিত্য খরা।  
পূবের ধনু বরষে কড়া॥

পশ্চিম আকাশে রামধনু ওঠা খরা হওয়ার লক্ষণ, পূর্বদিকের আকাশে রামধনু উঠলে ভাল বর্ষা হবার সম্ভাবনা থাকে।

ব্যাঙ ডাকে ঘন ঘন।  
শীঘ্র বৃষ্টি হবে জেনো॥

ঘন ঘন ব্যাঙ ডাকা অল্পদিনের মধ্যেই বৃষ্টিপাত হওয়ার লক্ষণ।

বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়।  
সে বৎসর বর্ষা হবে খনা কয়॥

বৎসরের প্রথম দিকে ঈশান কোন থেকে বাতাস বইলে সে বছর ভাল বর্ষা হওয়ার আশা।

পৌষের কুয়া বৈশাখের ফল।  
যতদিন কুয়া ততদিন জল॥

পৌষ মাসে যতদিন কুয়াশা হয়, পরের বৈশাখে প্রায় ততদিন বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা।

ভাদুরে মেঘ বিপরীত বায়।  
সে দিন ঝড় বৃষ্টি হয়॥

ভাদ্র মাসে মেঘের সঞ্চারণ হলে, যখনই বাতাস ঘুরে যায় প্রায় তখনই বৃষ্টি হয়।

যদি বর্ষে পৌষে।  
কড়ি হয় তুষে॥

পৌষ মাসে বৃষ্টি হলে নতুন ওঠা ধান সিদ্ধ করে শুকিয়ে চাল করা যায় না। ফলে চালের দাম বাড়ে। এতে চাষীর লাভ হওয়ার সম্ভাবনা।

যদি বর্ষে ফাল্গুনে।  
চিনা কাউন দ্বিগুণে॥

ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হলে বাজরা ও জোয়ারের (চিনা বা চীনা ও কাউন = বাজরা ও জোয়ার ) ফলন ভাল হয়। বাংলাদেশে চিনা (দানা বড়) ও কাউন (ছোট দানা) সিদ্ধ করে ভাতের মত খাওয়া হয়।

চাল ভরা কুমড়া পাতা।  
লক্ষ্মী বলেন থাকি তথা॥

যার বাড়ীতে চাল ভর্তি কুমড়া গাছ থাকে তার কোন অভাব হয় না।

দাতার নারকেল কৃপণের বাঁশ।  
কমে না বাড়ে বার মাস॥

নারকেল গাছ দাতা, অর্থাৎ ফল পেড়ে খেলে বৃদ্ধি বা ফলন কম হয় না। বাঁশ ঝাড় কৃপণ, কাটলে বৃদ্ধি কম হয়। অনেকে আরবী বখিল শব্দটি কৃপণের স্থলে ব্যবহার করেন।

গুয়ো নারকেল নেড়ে রো।  
আম টুচুরে কাঁঠাল ভোঁ॥

গুয়া বা সুপারি গাছ চারা কিছুটা বড় হলে তুলে পোঁতা ভাল। কিন্তু আম তুলে পুঁতলে ফল বড় হবার আগেই ঝড়ে পরবে। কাঁঠাল কোষহীন বা ভুয়ো হবে। (টুচুরে = টুটুরে = খসে পড়া)

আগে পুঁতে কলা।  
বাগ বাগিচা ফলা॥  
শোনরে বলি চাষার পো।  
কলা নারকেল ক্রমে রো॥  
নারকেল বার সুপারি আট।  
এর ঘন তখনই কাট॥  
হাতে হাতে ছোঁয় না।  
মরা ঝাঁটি বয় না॥

বাগান করতে হলে কলার চাষই সহজ। সেজন্য এটাই প্রথমে করা উচিত। কলা নারিকেল ইত্যাদি সারিতে রোপন করতে হয়। বার হাত অন্তর নারিকেল আর আট হাত অন্তর কলা ও সুপারি গাছ

বসাতে হবে। একটি নারকেল গাছের পাতায় যেন অন্য গাছের পাতা না ঠেকে। শুকনো পাতা কেটে গাছ পরিষ্কার রাখতে হবে। না হলে গাছে পচ ধরে ও ছত্রাক জাতীয় কীটের আক্রমণ ঘটে।

নারকেল গাছে নুন মাটি।  
শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে গুটি॥

নারকেল গাছে নুন মাটি দিলে তাড়াতাড়ি ফলের গুটি ধরে।

খনা বলে শুনে নাও।  
নারকেল মূলে চিটা দাও॥  
গাছ হয় তাজা মোটা।  
শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা॥

নারকেল গাছের গোড়ায় খড়কুটো ইত্যাদি সার দিলে গাছ ভাল হয় ফলও তাড়াতাড়ি ধরে।

গোয়ে গোবর বাঁশে মাটি।  
অফলা নারকেল শিকড় কাটি॥  
ওলে কুটি, মানে ছাই।  
এইরূপে কৃষি করগে ভাই॥

গুয়া অর্থাৎ সুপারিতে গোবর সার, বাঁশঝাড়ে মাটি ধরানো, ওলে খড়ের কুটি ও মানকচুতে ছাই দিলে ফল ভাল হয়। নারকেল গাছে ফল না ধরলে বা ধরতে দেরী হলে শিকড় ছাঁটতে হবে।

শোনরে বলি চাষার পো।  
সুপারি বাগে মান্দা রো॥  
মান্দার পাতা পড়লে গোড়ে।  
ঝট পট তার ফল বাড়ে॥

সুপারি বাগানে মান্দার গাছ পুঁতলে মান্দার পাতার সারে সুপারির ফলন ভাল হয়। গাছ সতেজ ও সুফলা হয়।

জৈষ্ঠে শুকো আষাঢ়ে ধারা।

শস্যের ভার না সহ্যে ধরা ॥

জ্যৈষ্ঠ মাস শুকনো হয়ে আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হলে ধানের ফসল ভাল হয়।

যদি বর্ষে মকরে।

ধান হবে টেকরে ॥

মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে বৃষ্টি হলে ভাল বর্ষা হবে। এমন কি উঁচু জমিতেও (টিকর) ভাল ফলন হবে।

যদি হয় চৈত্রে বৃষ্টি।

তবে হবে ধানের সৃষ্টি ॥

চৈত্র মাসে বৃষ্টি হওয়া ধান চাষের পক্ষে খুব উপকারী। চাষী ধূলোর লাঙ্গল দিয়ে জমি তৈরী করতে পারে।

কার্তিক পূর্ণিমা কর আশা।

খনা বলে শোনরে চাষা ॥

নির্মল মেঘে যদি বাত বয়।

রবি শস্যের ভার ধরনী না সয় ॥

কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় আকাশ নির্মল থাকে এবং ধীরে বা মধ্যমবেগে বায়ু বহে, তবে রবি শস্যের উৎপাদন অধিক হয়।

মেঘ করে রাত্রে আর দিনে হয় জল।

তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল ॥

দিনে রোদ রাতে জল।

তাতে বাড়ে ধানের বল ॥

দিনে রোদ ভাল হলে এবং রাত্রে বৃষ্টি হলে ধানের গাছে জোর হয় এবং ফল ভাল হয়।

হাত বিশেক করে ফাঁক।

আম কাঁঠাল পুঁতে রাখা ॥  
ঘন বসালে স'বে না।  
ফলও তাতে হ'বে না ॥

আম বা কাঁঠাল বিশ হাত ফাঁক ফাঁক বসাতে হবে। এর ঘন হলে ফল পাওয়া যাবে না।

অম্বাণে যদি না বৃষ্টি পড়ে।  
গাছে কাঁঠাল নাহি ধরে ॥

অম্বাণ মাসে বৃষ্টি না পড়লে কাঁঠালের ফলন ভাল হয় না।

কোদালে মান তিলে হাল  
কাঁতেন ফাঁকা মাঘে কাল।

মানকচুর চাষ কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়েই করা যায়, তিল চাষে লাঙ্গল দিয়ে জমি চষতে হয়।  
কার্তিক মাসে শ্বেত তিল এবং মাঘ মাসে কাল তিল বুনতে হবে।

ছাইয়ে লাউ, উঠানে ঝাল  
কর বাপু চাষার ছাওয়াল।

ছাইয়ের গাদায় বা ছাই সার দিলে লাউয়ের ফলন ভাল হয়। উঠানে লঙ্কার চাষ করলে ফল ভাল হয়।

ভাদ্রে আশ্বিনে না রুয়ে ঝাল।  
যে চাষা ঘুমিয়ে কাটায় কাল ॥  
পরেতে কার্তিক অম্বাণ মাসে।  
যদি বুড়ো গাছ পুঁতে আসে ॥  
মরবে সে গাছ ধরবে ওলা।  
পাবে না মাল চাষার পোলা ॥

ভাদ্র আশ্বিন মাসে লঙ্কার চারা পুঁততে হবে। তবেই ফল ভাল হবে। পরে চারা বড় হয়ে যায় তখন রোপণ করলে ধসা রোগে গাছ নষ্ট হয়ে যায়। ফল পাওয়া যায় না।

মাছের জলে লাউ বাড়ে  
ধেনো জমিতে ঝাল বাড়ে।

লাউ গাছে মাছ ধোয়া জল বা পুকুরের জল দেওয়াই যথেষ্ট। ধানের জমিতে লক্ষা চাষ ভাল হয়।

সরষে ঘন পাতলা রাই  
নেঙ্গে নেঙ্গে কাপাস যাই।  
কাপাস বলে কোষ্ঠা ভাই  
জ্ঞাতি পানি না যেন পাই।

সরষে ঘন বুনতে হয়, রাই কিছু পাতলা। কাপাস এল লাফ (৪ - ৫ হাত) পরিমাণ দূরে দূরে  
লাগাতে হবে। পাটের উপযুক্ত জমিতে জল দাঁড়িয়ে যায়, এই সব জমিতে কাপাস চাষ করা যায় না।

বাঁশ বনে বুনলে আলু  
আলু হয় গাছ বেড়ালু।

বাঁশ বনে চুবড়ি আলু (গোল আলু বস্তুটি বহু শতাব্দী পরে ভারতে আসে) লাগালে লতাটি বাঁশ ধরে  
বড় হয় এবং আলুর কন্দটি খুব বড় হয়।

শোন রে বাপু চাষার বেটা।  
বাঁশ ঝাড়ে দিও ধানের চিটা॥  
চিটা দিলে ধানের গোড়ে।  
ভুঁই ফুঁড়ে কোঁড় বাড়বে ঝাড়ে॥

বাঁশঝাড়ে ধানের কুটো সার হিসেবে দিলে বাঁশ তাড়াতাড়ি গজায় ও বড় হয়।

ফাগুনে আগুন চৈত্রে মাটি।  
বাঁশ বলে তাড়াতাড়ি উঠি॥

বাঁশ কাটা হয়ে গেলে ঝাড়ের গোড়াগুলোয় ফাল্গুন মাসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, চৈত্র মাসে মাটি ধরাতে  
পারলে, বাঁশের কোঁড় তাড়াতাড়ি বার হয়।

উঠান ভরা লাউ শষা

খনা বলে লক্ষ্মীর দশা।

গৃহস্থের উঠানে লাউ, শষা ইত্যাদির মাচা থাকা সুলক্ষণ। চাষীর সমৃদ্ধি ও সংসার জ্ঞানের পরিচায়ক।

পটল বুনলে ফাগুনে  
ফলন হয় দ্বিগুণে।

পটলের চাষ ফাল্গুন মাসে করা উচিত।

শোন ওরে চাষীর বেটা।  
মাটির মধ্যে বেলে যেটা ॥  
তাতেই যদি বুনিস পটল।  
হবেই হবে আশা সফল ॥

বেলে মাটিতে পটলের চাষ করলে ফলন ভাল হয়।

ফাল্গুনে না রুইলে ওল।  
শেষে হয় গণ্ডগোল ॥

ফাল্গুন মাসে ওল পোঁতা হলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ।  
কিন্তু তাতে নাই দুখ ॥

ছায়ার ওলে গলা চুলকায়, কিন্তু ফলন বেশী হয়।

জলের ধারে পুঁতলে কচু  
কচু হয় তিন হাত উঁচু।

জলের ধারে কচু গাছ ভাল হয়।

কচু বনে ছড়ালে ছাই  
খনা বলে তার সংখ্যা নাই।

কচু গাছের পক্ষে উনানের ছাই একটি উৎকৃষ্ট সার।

এক পুরুষে রোয় তাল।  
পর পুরুষে করে পাল॥  
তাল পড়ে যে সে খায়।  
তিন পুরুষে ফল পায়॥

বাবা তাল গাছ লাগালে ছেলের হাতে যত্ন পেয়ে তা বড় হয়। তাতে ফল ধরলে যখন তখন পড়ে, যে কুড়োয়ে সে খায়। এই ভাবে কয়েক পুরুষ তালগাছের ফল খায়।

বার বছরে ফলে তাল।  
যদি না লাগে গরুর লাল॥

গরুর লালা তাল গাছের মাজের পাতায় লাগলে গাছ বাড়বে না। অন্যথা তালগাছ বড় হয়ে বার বছরে ফল দেবে।

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।  
তার অর্ধেক মাথায় ছাতি॥  
ঘরে বসে পোষে বাত।  
তার ঘরে হা ভাত হা ভাত॥

যে নিজে পরিশ্রম করে ও লোকজনকে খাটিয়ে কাজ করায়, তার উন্নতি সর্বাধিক। যে নিজে তদারকী করে কিন্তু কাজ করে না, তার লাভ এর অর্ধেক হয়। যে ঘরে বসে থাকে সে হাভাতে হয় বা উৎসন্ন যায়।

যেবার গুটিকাপাত হয় সাগরতীরেতে।  
সর্বদা মঙ্গল হয় কহে জ্যোতিষেতে॥  
নানা শস্যে পরিপূর্ণ বসুন্ধরা হয়।  
খনা বলে মিহিরকে নাহিক সংশয়॥

পাঠান্তর:

সাগরে গুটি শস্য ভরা।  
সুখ বছরা বসুন্ধরা?

সাগরে অর্থাৎ মকরসংক্রান্তিতে শিলাবৃষ্টি হওয়া চাষের পক্ষে শুভ লক্ষণ।

আউশ ধানের চাষ।

লাগে তিন মাস॥

তিন মাসেই আউশ ধানের ফলন হয়। দেশী প্রজাতি, 'নেবুরস' ও 'সাঁওতালী'র জন্য এই সময়কাল।

বৈশাখের প্রথম জলে।

আউশ ধান্য দ্বিগুণ ফলে॥

বৈশাখের প্রথম দিকে বৃষ্টি হলে ক্ষেতের আউশ ধানের ফলন বাড়ে।

আউশের ভুঁই বেলে।

পাটের ভুঁই ঐঁট্টেলে॥

বেলে মাটিতে আউশ ধানের ফলন ভাল হয়। পাট ঐঁট্টেল মাটিতে ভাল ফলে।

কানার ছাতা বুধের মাথায়।

ক্ষেতের ফসল রাখবে কোথায়॥

বুধ রাজা এবং শুক্র মন্ত্রী হলে বসুন্ধরা শস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

শনি রাজা মঙ্গল পাত্র।

চষ খোঁড় কেবল মাত্র॥

যে বৎসর শনি রাজা হয় এবং মঙ্গল মন্ত্রী হয়, সেই বৎসর শস্য ফলন হয় না বা শস্যহানি হয়।

পাঁচ রবি মাসে পায়।

ঝরায় কিংবা খরায় যায়॥

বছরের কোন মাসে পাঁচটি রবিবার থাকলে সে বছর অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি হবার সম্ভাবনা।

ফাল্গুনে রোহিণী যত্নে চাই।

আগামী বৎসর গণিয়া পাই।  
সপ্তমী অষ্টমী হয় ধান।  
নবমীতে বন্যা দশমীতে নির্মূল পাতান॥

ফাল্গুন মাসে রোহিনী নক্ষত্রে তিথি যদি সপ্তমী বা অষ্টমী হয় তবে পরবর্তী বৎসরে ধানের ফলন ভাল হয়। আর যদি নবমী হয়, তবে বন্যার সম্ভাবনা। দশমী হলে ব্যাপক ধ্বংসলীলা বা মড়কের যোগ।

চৈত্রে তের শনির ঘরে।  
কাঠার ফসল কুড়োয় ধরে॥

যে বছর চৈত্র মাসের তের তারিখ শনিবার হয়, সেই বছরে ফসল খুব কম হয় (যা এক কাঠায় হওয়ার কথা, তা এক বিঘেতে হয়)।

পাঠান্তর:

মধুমাসের ত্রয়োদশ দিনে যদি রয় শনি।  
খনা বলে সে বৎসর হবে শস্যহানি॥

চৈত্র মাসের তের তারিখে শনিবার হলে সে বৎসর শস্যহানি হয়।

মধুমাসের প্রথম দিবসে হয় যে যে বার।  
রবি শোষে, মঙ্গলে বর্ষে দুর্ভিক্ষ বুধবার॥  
সোম শুক্র গুরুবার, পৃথিবী না সয় শম্বের ভার॥  
পাঁচ শনি পায় মীনে, শকুনি মাংস না খায় ঘৃণে॥

চৈত্র মাসের প্রথম দিন রবিবার হলে খরা, মঙ্গলবার হলে অতিবৃষ্টি, বুধবার হলে দুর্ভিক্ষ হয়। সোম শুক্র ও বৃহস্পতি বার হলে পৃথিবী শম্বশ্যামলা হয়। যে বছর চৈত্র মাসে পাঁচটি শনিবার থাকে সে বৎসর চরম দুর্বৎসর; মড়কে ও বন্যায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়। শবদেহ এত বেশী হয় যে শকুনও খেতে চায় না। চৈত্রের প্রথম দিন শনিবার হলে কি হয় তা উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ আর একটি ছত্র ছিল।

ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী শুন পতির পিতা।  
ভাদ্র মাসে জলের মাঝে নড়েন বসুমাতা॥  
রাজ্য নাশ, গৌ নাশ, হয় অগাধ বান।  
হাতে কাঠা গৃহী ফিরে কিনতে না পায় ধান॥

ভাদ্রমাসে বৃষ্টির মধ্যে ভূমিকম্প হলে পৃথিবীতে রাজ্যনাশ, গৌ নাশ, বন্যা ইত্যাদি অমঙ্গল দেখা দেয়। শস্যহানির ফলে ধান কিনতেও পাওয়া যায় না।

আষাঢ়ে কাঁড়ান নামকে।  
শ্রাবণে কাঁড়ান ধানকে॥  
ভাদরে কাঁড়ান শীষকে।  
আশ্বিনে কাঁড়ান কিসকে॥

ধান চাষে আষাঢ় মাসের বৃষ্টি অল্পই কাজে লাগে, শ্রাবণের বৃষ্টি হলে ধান ভাল হয়, ভাদ্র মাসে বৃষ্টি হলে শীষ পুষ্ট হয়। আশ্বিন মাসের বৃষ্টি কোন কাজে লাগে না, উপরন্তু ফুল ঝরে যাওয়ার ভয় থাকে। (কাঁড় শব্দের অর্থ ঘন মেঘ, কাঁড়ান মানে পর্যাপ্ত বৃষ্টি)

কর্কট ছরকট, সিংহের শুখা, কন্যা কানে কান।  
বিন্য বায়ে তুলা বর্ষে, রাখবি কোথায় ধান॥

শ্রাবণ মাসে (কর্কট) যদি অতিবৃষ্টি হয়, ভাদ্র (সিংহ) মাসে বৃষ্টি না হয়, আশ্বিনে (কন্যা) পর্যাপ্ত বৃষ্টি (পুকুর নদী কানায় কানায় ভরা) হয় এবং কার্তিক মাসে বাতাস না উঠে (জোর বাতাস বইলে ফুল ঝরে যাবে) যদি অল্প অল্প বৃষ্টি হয়, তবে প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মায়।

আষাঢ়ে নবমী শুকল পাখা।  
কি কর শ্বশুর লেখাজোখা॥  
যদি বর্ষে মুষলধারে।  
মধ্য সমুদ্রে বগা চরে।  
যদি বর্ষে ছিটে ফোঁটা।

পৰ্বতে হয় মীনের ঘটা॥  
যদি বৰ্ষে ঝিমি ঝিমি।  
শস্যের ভার না সয় মেদিনী।

আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে যদি অঝোরে বৃষ্টি হয় তবে তা শুখা বা খরার লক্ষণ। যদি ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হয় তবে অতিবৃষ্টির সম্ভাবনা। আর যদি ঝিমঝিম বৃষ্টি বা একটানা মৃদু বারিপাত হয় তাহলে পর্যাপ্ত অথচ ক্ষতিকর নয় এমন বৃষ্টিপাতে সম্ভাবনা।

ফাগুনের আট চৈত্রের আট।  
সেই তিল দায়ে কাট॥  
জৈষ্ঠে মাড়ে আষাঢ়ে ভরে।  
কাটিয়া মাড়িয়া ঘরে করে॥

তিন বোনার উপযুক্ত সময় ফাল্গুনের শেষ আট দিন আর চৈত্রের প্রথম আট দিন, প্রায় দুই সপ্তাহ। জ্যৈষ্ঠ মাসে জমি থেকে তিল কেটে এনে জাঁক দিতে হয়। আষাঢ় মাস তিল মারাই করার উপযুক্ত সময়। মারাই করেই ঘরে ভরে ফেলতে হবে। কারণ সামনেই বর্ষা।

হেসে চাকি বসে পাটে।  
শস্য সেবার হয় না মোটে॥

আষাঢ় মাসে যদি সূর্যাস্তের সময় আকাশ পরিষ্কার থাকে, অর্থাৎ সূর্য উজ্জ্বল থাকে, তবে বর্ষা কম হওয়ার সম্ভাবনা। এর অর্থ আষাঢ়ে মেঘসঞ্চয় আরম্ভই হয়নি।

থোড় তিরিশে, ফুলো বিশে।  
ঘোড়ামুখো তের জেনো।  
বুঝে সুঝে কাটো ধান্যে॥

ধান গাছের থোড় দেখা দেওয়ার তিরিশ দিন পরে ফুল বার হয়, ফুল বার হওয়ার কুড়ি দিন পরে শীষ পুষ্ট হয়, তখন শীষ ফলের ভারে নুয়ে পড়ে (ঘোড়ামুখো) এর তের দিনের মাথায় ধান কাটা সঠিক। কারণ, তখন শীষ বেশী শুকনো হয় না বলে বারবে কম, অথচ পরিপুষ্ট শস্য পাওয়া যায়।

ভাদ্রের চারি আর আশ্বিনের চারি।  
কলাই বুনি যত পারি॥

ভাদ্র মাসের শেষ চার দিন আর আশ্বিন মাসের প্রথম চার দিন কলাই (মাস কলাই) বোনার উপযুক্ত সময়।

খনা বলে চাষার পো।  
শরতের শেষে সরষে রো॥

শরতকালের শেষদিকে সরষে বোনার উপযুক্ত সময়।

আশ্বিনের উনিশ, কার্তিকের উনিশ।  
বাদ দিয়ে মটর কলাই বুনিস॥

আশ্বিন মাসের উনিশ দিন বাদ দিয়ে, কার্তিকের উনিশ দিন পর্যন্ত মটর কলাই বুনলে ভাল ফলন হয়।

সরষে বনে (বুনে?) কলাই মুগ।  
বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক॥

সরষের জমিতে মুগ কলাই বুনলে দুটি ফসল একসঙ্গে পাওয়া যায়।

বৈশাখের প্রথম জলে।  
আউশ ধান অধিক ফলে॥

বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে বৃষ্টি হলে আউশ ধানের ফলন ভাল হয়।

শুন ভাই খনা বলে।  
তুলায় তুলা অধিক ফলে॥

তুলা রাশির মাস কার্তিকে বর্ষা হলে তুলার ফলন অধিক হয়।

খনা বলে শুন শুন।  
শরতের শেষে মূলা বুন॥

মূলার ভুঁই তুলা।  
কুশরের ভুঁই ধূলা॥

মূলা চাষের জন্য জমি মোটামুটি চাষ করে গোটা গোটা ঢেলা থাকলে চলবে। কিন্তু আঁখ (কুশর = ইক্ষুশর) চাষের জন্য জমি বছবার চাষ দিয়ে গুঁড়া করতে হয়।

তামাক বুন গুঁড়িয়ে মাটি।  
বীজ পোঁত গুটি গুটি॥  
ঘন করে পুঁতো না।  
পৌষের অধিক রেখো না॥

তামাকের চাষ করতে হলে মাটি গুঁড়া করে ফেলতে হবে। তার পর বীজ গুলি যত্ন করে এক এক করে পুঁততে হবে। বীজ ঘন করে পুঁতলে ফলন ভাল হবে না। পৌষ মাসের মধ্যেই কেটে ফেলা ভাল।

থাকে যদি টাকার গোঁ।  
চৈত্র মাসে ভুট্টা রো॥

অর্থোপার্জন করতে হলে চৈত্র মাসে ভুট্টা চাষ করা যেতে পারে। ফল ভাল হবে।

বলে গেছে বরাহের পো।  
দশটি মাসে বেগুন রো॥  
চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ।  
ইথে নাহি কোন বিবাদ॥  
ধরলে পোকা দিবে ছাই।  
এর চেয়ে ভাল উপায় নাই॥  
মাটি শুকাইলে ঢালবে জল।  
সকল মাসেই পাবে ফল॥

চৈত্র ও বৈশাখ বাদ দিয়ে সব মাসেই বেগুন চারা লাগান যায়। পোকা হলে ছাই দিতে হবে। মাটি শুকিয়ে গেলে তবেই জল দেওয়া উচিত। এভাবে চাষ করলে সব ঋতুতেই বেগুন চাষ সম্ভব।

তাশ পাশা দূরে থোও।  
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ হলুদ রোও ॥  
আষাঢ় শ্রাবণে নিড়াবে মাটি।  
ভাদ্রে নিড়ায়ে করগে খাঁটি ॥  
অন্য নিয়মে পুঁতলে হলদি।  
খনা বলে তাতে কি ফল দি ॥

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হলুদ চাষ করলে ভাল ফল হয়। আষাঢ় শ্রাবণে মাটি নিড়িয়ে ভাদ্র মাসে আর এক বার নিড়েন দেওয়া দরকার। অন্য নিয়মে চাষ করলে ফলের আশা কম।

বাপ বেটাই চাই।  
নয়ত সোদর ভাই ॥

পরিবারের নিজের লোক দিয়েই চাষবাস করা ভাল।

নরা গজা বিশেষ শয়।  
তার অর্ধেক বাঁচে হয় ॥  
বাইশ বলদা, তের ছাগলা।  
তার অর্ধেক বরা পাগলা ॥

মানুষ ও হস্তী সর্বাধিক ১২০ বৎসর বাঁচতে পারে, ঘোড়া বাঁচে ষাঠ বছর। বলদ বাইশ বছর, ছাগল তের বছর আর বরাহ বা শূকর সাত বৎসর বাঁচে।

# ধর্মার্থে উপবাসের দিন

শয়ন উত্থান পাশমোড়া।  
তার মধ্যে ভীম ছোঁড়া॥  
দুই-ছেলের জন্মুতিথি।  
অষ্টমী নবমী দুটি॥  
পাগলার চোদ্দ পাগলীর আট।  
এই নিয়ে কাল কাট॥  
ইহাও যদি না করতে পারিস।  
ভগার খাদে ডুবে মরিস॥

শয়ন বা হরিশয়নী একাদশী (নারায়ণের অনন্তশয়নে প্রবেশ – আষাঢ় মাসে শুক্লা একাদশী), দেব উত্থান বা প্রবোধিনী একাদশী (নারায়ণের অনন্তশয়ন সমাপ্তি – কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশী) ও পার্শ্ব একাদশী (অনন্তশয়নে নারায়ণ পাশ ফেরেন ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী) তিথিতে উপবাস পালন করা বিধেয়। ভীম একাদশী (জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা একাদশী) উপবাস করে পালন করা উচিত।  
রাম ও কৃষ্ণের জন্মুতিথি রামনবমী ও জন্মাষ্টমী; মহাদেদের জন্য শিবচতুর্দশী আর মাদুর্গার জন্য মহাষ্টমীতে উপবাস করা কর্তব্য।

## প্রশ্ন গণনা

(প্রশ্নের শুভাশুভ বলে দেওয়া)

সাত পাঁচ তিন কুশল বাত, নিয়ে একে হাতে হাত।  
কি করবে ছটে চটে, কার্য নাশ দুয়ে আটে॥

জন্মুলগ্নের শুভাশুভ নির্ণয়

সূর্য কুজ, রাহু মিলে, গাছের দড়ি বন্ধন গলে।  
যদি রাখে ত্রিশনাথ, তবু সে খায় নিচের ভাত॥  
খনা বরাহেরে বলে কোন্ লগ্ন দেখ।  
লগ্নের সপ্তম ঘরে কোন্ গ্রহ দেখ॥  
আছে শনি সপ্তম ঘরে, অবশ্য তারে খোঁড়া করে।  
থাকয়ে রবি ভ্রমায় ভূখণ্ড।  
চন্দ্র থাকয়ে ধরে নবদণ্ড।  
মংগল থাকে করে খণ্ড খণ্ড।  
অস্ত্রাঘাতে যায় তার মুণ্ড॥  
থাকে বুধ বিষয় করায়, গুরু শত্রু থাকে বহু ধন পায়॥  
লগ্নে আঁকা, লগ্নে বাঁকা, লগ্নে থাকে ভানুতনুজা।  
লগ্নের সপ্তম অষ্টমে থাকে পাপ, মরে জননী পীড়ে বাপ॥  
খালি ছাগলা বৃষে চাঁদা, মিথুনে পুরিয়ে বেদা।  
সিংহে বসু কি করে বসে। আর সব পুরিবে দশে॥

## গর্ভস্থ সন্তান পরীক্ষা

যত মাসের গর্ভ নারীর নাম যত অক্ষর।  
যত জন শুনে পক্ষ দিয়ে এক কর॥  
সাতে হরি চন্দ্র নেত্র বাণ যদি রয়।  
ইথে পুত্র পরে কন্যা জানিবে নিশ্চয়॥

অথবা:

বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ।  
পেটের ছেলে গণে আন॥  
দুই চারি থাকে ছয়।  
অবশ্য তার কন্যা হয়॥  
যদি থাকে শূন্য সাত।  
তবে নারীর গর্ভপাত॥

## অন্য প্রকার বিধি

গ্রাম গর্ভিণীর ফলে যুতা।  
তিন দিয়া হর পুতা॥  
একে সূত দুয়ে সূতা।  
শূন্য হলে গর্ভ মিথ্যা।  
এ কথা যদি মিথ্যা হয়।  
সে ছেলে তার বাপের নয়॥

অথবা:

নামে মাসে করি এক।  
তার দ্বিগুণ করি দেখ॥  
সাথে পুরি আটে হরি।  
সমে পুত্র বিষমে নারী॥

## পরমায়ু গণনা

কিসের তিথি কিসের বার, জন্মনক্ষত্র কর সার।  
কি কর শ্বশুর মতিহীন, পলকে জীবন বার দিন॥  
নরা গজা বিশেষে শয়, তার অর্ধেক বাঁচে হয়॥  
বাইশ বলদা তের ছাগলা, তার অর্ধেক বরা পাগলা॥

## দম্পতির মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ মরণ গণনা

অক্ষর দ্বিগুন চৌগুণ মাত্রা। নামে নামে করি সমতা॥  
তিন দিয়ে হরে আন তাহে, মরা বাঁচা যান॥  
এক শূন্যে মরে পতি। দুই থাকিলে মরে যুবতী।

## তিথি গণনা

রবি কুড়ি সোমে ষোল, পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল।  
বুধ এগারো বৃহস্পতি বারো, শুক্র চৌদ্দ শনি তেরো॥  
হাঁচি জ্যেষ্ঠি পড়ে যবে, অষ্টগুণ লভ্য হবে॥

## যাত্রায় শুভ সময় নিরূপণ

মঙ্গলের উষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।  
রবি গুরু মঙ্গলের উষা, আর সব ফাসাফুসা।  
ডাকয়ে পাখি না ছাড়ে বাসা।  
উড়িয়ে বসে খাবে করি আশা॥  
ফিরে যায় নিজালয় না পায় দিশা॥  
খনা ডেকে বলে সেই সে উষা॥  
উড়ে পাখি খায় না। তখনি কেন যায় না।

## যাত্রাকালীন শুভ লক্ষ্মণ

শূন্য কলসী শুকনা না।  
শুকনা ডালে ডাকে কা।  
যদি দেখ মাকুন্দ চোপা।  
এক পা না বাড়াও বাপা॥  
ভরা হতে শূন্য ভাল যদি ভরতে যায়।  
আগে হতে পিছু ভালো যদি ডাকে মায়॥  
মরা হতে জ্যান্ত ভালো যদি মরতে যায়।  
বাঁয়ে হতে ডানে ভাল যদি ফিরে চায়॥  
বাঁধা হতে খোলা ভাল মাথা তুলে চায়।  
হাসা হতে কাঁদা ভাল বাঁয়।

# হাঁচি টিকটিকির ফল

(খনার জিভ কেটে বরাহ তা নিভৃতস্থানে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু একটি টিকটিকি খাদ্য দ্রব্য মনে করে তা খেয়ে নেয়। সেই থেকে টিকটিকির শব্দেও ভূত-ভবিষৎ প্রকাশ করা হয়)

শয়নে ভোজনে উপবেশনে বা দানে।  
বিবাহে বিবাদে আর বস্ত্র পরিধানে ॥  
এই সপ্ত কর্মে হাঁচি অতি সুশোভন।  
অন্য কর্মে শুভ নাহি হয় কদাচন ॥  
বৃদ্ধ শিশু অথবা কফের যে হাঁচি।  
যত্নপূর্বক সেই হাঁচি কদাপি না বাছি।  
গোধনের হাঁচি হয় মৃত্যুর কারণ।  
জ্যোতিষ বচনে ইহা অবশ্য বারণ।  
দিকের নির্ণয় করি বুঝহ সুবুদ্ধি।  
উর্দ্ধভাগে হইলে ধনভোগ, কার্যসিদ্ধি ॥  
পূর্বদিকে অগ্নিকোণে হৈলে ভয় হয়।  
দক্ষিণেতে অগ্নিভয় জানিহ নিশ্চয় ॥  
নৈঋতে কলহ লাভ পশ্চিমে ভাব।  
বায়ুকোণে নববস্ত্র গন্ধ জয়লাভ ॥  
উত্তরেতে টিকটিকি হাঁচি স্ত্রীলাভ কারণ।  
ঈশানে হইলে মৃত্যু কে করে বারণ ॥

\*\*\*\*\*সমাপ্ত\*\*\*\*\*